আরেকটি বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন

উদ্যোক্তা জামায়াত নেতা সাঈদী ও চার সৌদি নাগরিক

● শিক্ষার মান রক্ষায় ব্যর্থ ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়নি রাজনৈতিক চাপে

● 'বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা ওয়ান স্টপ সার্ভিসে পরিণত হয়েছে'

শরিফুজ্জামান পিন্টু

আর কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হবে না—সরকারের এই নীতিগত সিদ্ধান্তের পরও চার সৌদি নাগরিকসহ ১০ উদ্যোক্তা আরেকটি বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেয়েছেন। ফলে দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা চুয়ান্নতে উন্নীত হলো। আর বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫।

শর্ত পূরণ না করা এবং অনেক অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও দীর্ঘ এক বছর ধরে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ফাইল ধামাচাপা দিয়ে রাখা এবং অন্যদিকে সব আবেদন অগ্রাহ্য করে অনেকটা গোপনে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির অনুমোদন দেওয়ায় শিক্ষার নীতিনির্ধারক পর্যায়ের অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

সূত্রমতে, সৌদি উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশের জামিয়া কাসেমিয়া ট্রাস্ট যৌথভাবে ইসলামি ভাবধারার বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনা করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হলেন সাবেক সৌদি পার্লামেন্টারিয়ান এবং মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের মহাসচিব আবদুল্লাহ ওমর নাসেফ। সৌদি নাগরিক ড. আবদুল্লাহ আল মোসলেহ ভাইস চেয়ারম্যান এবং ড. আহমাদ বিন নাফে ও ড. সালেহ উমর বা-দাহ-দা হলেন ট্রাস্টের সদস্য।

বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও অধ্যাপক কামালউদ্দিন জাফরী। রাজধানীর আর কে মিশন রোডে অস্থায়ী কার্যক্রম শুরু হলেও নরসিংদীর গাবতলীতে সাত একর জমি কেনা হয়েছে স্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরির জন্য। সেখানে ১১ হাজার বর্গফুট একাডেমিক ভবন এবং ২ হাজার ৩০০ বর্গফুট আয়তনের ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। ইতিমধ্যে কিছু অবকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

জানা যায়, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত এ উদ্যোক্তাদের বেশ কয়েকজন ইসলামি ভাবধারার অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও জড়িত। নতুন অনুমোদনপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ ওমর নাসেফ দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির একজন ট্রাস্টি। আবার বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েরও ট্রাস্টি। মাওলানা কামালউদ্দিন জাফরী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা ছাড়াও গ্রিন ইউনিভার্সিটি ক্রয় উদ্যোক্তাদের অন্যতম।

প্রধানমন্ত্রী আর কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন না দেওয়ার জন্য মাস তিনেক আগে শিক্ষামন্ত্রী এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দেন বলে জানা যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির বিদেশী এবং এ দেশীয় উদ্যোক্তারা প্রভাবশালী হওয়ায় সরকার শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত ধরে রাখতে পারেনি বলে জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, কীভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমতি পেয়েছে তা আমার জানা নেই। তবে তিনি মনে করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়া উচিত। তার মতে, এ মুহূর্তেই ২০ থেকে ২৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন প্রথম আলোকে বলেন, নতুন আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে অনুমোদন পেল তা তিনি জানেন না।

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম শমশের আলী প্রথম আলোকে বলেন, সুসম্পর্কের কারণেই নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে এখন যে নৈরাজ্য চলছে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এ কজন সাবেক বিচারকের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি এবং মঞ্জুরি কমিশন প্রায় এক বছর আগে ছয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এর নেপথ্যে কাজ করছে অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব। এ ব্যাপারে খোদ শিক্ষামন্ত্রী, ইউজিসি চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের যাবতীয় তদন্ত, প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও সরকারের কমপক্ষে তিনজন মন্ত্রী, এ কজন সচিব এবং একজন অতিরিক্ত সচিবের কারণে তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব চাকরিজীবনের শেষ প্রান্তে এসে এসব বিশ্ববিদ্যালয়সহ অভিযুক্ত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ফায়দা লুটছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে সরকারের তিন প্রভাবশালী মন্ত্রী কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষায় কাজ করছেন।

সূত্রমতে, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কার্যকর অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে ফাইল যাতে না পৌঁছায় সে জন্য একটি প্রভাবশালী মহল প্রবেশদ্বার পাহারার কাজ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক কয়েকদিন আগে প্রথম আলোকে বলেন, ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় যাতে বন্ধ না করা হয়, সে জন্য নানামুখী চাপ তো আছেই। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা হয়েছে। খুব শিগগিরই এটি পাঠানো হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন ব্যাঙের ছাতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা ওয়ান স্টপ সার্ভিসে পরিণত হয়েছে। অবস্থাটা এমন যে, আসো, টাকা দাও, ঘোরাফেরা করো এবং ডিগ্রি-সনদ নিয়ে ফিরে যাও।

ইউজিসির নেতৃত্বে কয়েকজন কর্মকর্তা সম্প্রতি রাজশাহীতে গড়ে তোলা পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা সরেজমিনে পরিদর্শন করে এসেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি (আম্বান), শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি, এ শিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং আহছানউল্লাহ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম আলোর প্রশ্নের জবাবে ইউজিসি চেয়ারম্যান এম আসাদুজ্জামান বলেন, মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন, এমনকি লেখাপড়ার ন্যূনতম পরিবেশ না থাকলেও রাজশাহীতে বেসরকারি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব শাখা সব বিষয়ে ডিগ্রি দিচ্ছে। চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের অন্যান্য জেলা শহরেও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা খুলে সনদ বিক্রির ব্যবসা করছে বলে তিনি জানান।

কেবল অযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের খসড়া মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয় হয়ে মন্ত্রিপরিষদের সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন পড়ে আছে। এই আইন পাস না হওয়া সম্পর্কে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, সংশোধিত আইন এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে যেনতেন উপায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা, পরিচালনা, ইচ্ছামতো টাকা নেওয়া, সনদ প্রদান এবং পকেট প্রশাসন চালানোর সুযোগ না থাকে। উচ্চশিক্ষার নামে যারা বাণিজ্য করছে তাদের জন্য এই আইনটি মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

২০০৩ সালের ১৫ জুলাই ইউজিসি চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে গঠিত ৯ সদস্যের কমিটি আটটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করে। পরে সুপ্রিম কোর্টের একজন সাবেক বিচারপতিকে এগুলো সম্পর্কে পুনরায় তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিচারপতি দুটি ছাড়া বাকি ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের সুপারিশ করেন। নিয়ম অনুযায়ী সাবেক শিক্ষাসচিব ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিয়ে আর্থিক, অবকাঠামো এবং শিক্ষার মানসংক্রান্ত সারসংক্ষেপ তৈরি করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সারকথা হচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার মান রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করা যেতে পারে।

বন্ধের সুপারিশ করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে—ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (বগুড়া), গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটি। বিচারকের তদন্ত কমিটি থেকে ছাড় পাওয়া দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি এবং সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি।

দেশে এখন ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্তত ১২টির একাধিক শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের জানামতে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা রয়েছে ৩৮টি।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বেচ্ছায় সদ্য ইস্তফা দেওয়া অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, দেশে আরো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন। এমনকি প্রত্যেক জেলা শহরে এ ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত। তবে প্রথম শর্ত হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে এবং দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে টিউশন ফি হতে হবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। তিনি আরো বলেন, সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোগত ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিলেও শিক্ষার মান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

অধ্যাপক এম শমসের আলী এ ব্যাপারে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান মূল্যায়ন করতে হলে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল করতে হবে। তিনি মনে করেন, এ ক্ষেত্রে ইউজিসি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে না।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেন, গত চার বছরের অভিজ্ঞতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তিনি হতাশ। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তদন্ত বা সুপারিশ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার মঞ্জুরি কমিশনের নেই।

****

ইন্টারনেট সংস্করণ প্রথম আলো